বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ
Bangla Natyakosh Parisad
a charitable trust

Subject	**Narrative Report**
Date	30th July 2008
Project	Manuscript preparation works and computerization (Phase 1)
Works	Preservation of Bengali Plays and Dramas in Encyclopedic form.
Title	Bangla Natyakosh (Encyclopedia of Bengali Theatre)
Grantee No.	2006-0-025
Name of research scholar	**Kamal Saha**
Financial support	IFA Bangalore
Project time	1 year (March 2007 – April 2008)
Extension	Another 2 months

Highlight of works done

Entire documentation is done in Bengali language in 2 columns A4 size page, with font size 11 points.

Theatre personalities	1000 pages (approx.)
Synopsis, Cast list, Review	2500 pages
Theatre groups	1000 pages
Miscellaneous	800 pages
Photographs (Personalities / Production Logo/ FrontPage/ Events etc.)	3000 pages

Thanking you,
With Regards

Kamal Saha.

Kamal Saha
Editor, Bangla Natyakosh Parisad

Note : Details of Bengali narrative report is attached.

বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ
Bangla Natyakosh Parisad
a charitable trust

গত চোদ্দো মাস আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন কমপক্ষে দশ ঘণ্টা এই নাট্য গবেষণা এবং পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ কাজে মগ্ন রয়েছি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকরণ এবং তা বৈদ্যুতিন যন্ত্রের দ্বারা সংরক্ষণ কার্য আরও কিছুদিন চলবে কারণ সময়ের সঙ্গে থিয়েটারের ইতিহাস এবং তথ্যাদি সম্পৃক্ত। আমরা এই গবেষণা শুরু করেছি ১৭৯৫ থেকে এবং তা চলছে ২০০৮ অবধি। রাশিয়ান পর্যটক এবং পণ্ডিত লেবেদেফ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম নাটক প্রণয়ন করেন এবং তা ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ বেঙ্গলী থিয়েটার (কলকাতা) -এ মঞ্চস্থ হয়। বঙ্গদেশে তার আগে প্রসেনিয়ম থিয়েটার ছিল না। জোড্রেন প্রণীত ডিসগাইজ বঙ্গানুবাদে তৈরি হয় 'কাল্পনিক সংবদল' নাটক; লেবেদেফকে অনুবাদকর্মে সহায়তা করেন গোলোকনাথ দাস। ডোমতলা লেনে বেঙ্গলী থিয়েটারও নির্মাণ করেন লেবেদফ ভারত এবং রাশিয়ার কলানৈপুণ্যে।

ভারতীয় তথা বাংলা নাট্যচর্চার সময়কাল সহস্র বৎসর প্রাচীন। সংস্কৃত নাটক এবং লোকনাট্য হাজার-হাজার বছর ধরে রচনা এবং প্রযোজনা চলেছে। গ্রিক নাট্যের পরেই তার স্থান। ব্রিটেনের উপনিবেশ ভারতে প্রসেনিয়ম থিয়েটার এল এ-দেশে বাণিজ্য করতে আসা ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের চিত্ত বিনোদন উপলক্ষে। চৌকো বাক্সবন্দি মঞ্চনাটক। কার্টেন, উইংস, কাঠের মঞ্চভূমি, পেছনের পর্দা, স্কাই সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য বিস্ময়! লোকনাট্যের মতো খোলামেলা নয়। এখানে সর্বত্র আলো নেই, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। আলো-সংগীত-অভিনেতাদের প্রবশ-প্রস্থান সমস্তটাই রহস্যময়! দৃশ্যপট রহস্যময়। এ সম্পূর্ণ নতুন জিনিস! ম্যাজিকের মতো সময় ধরে সব চলে। কে কোথা থেকে ঢোকে, কীভাবে সব ঘটতে থাকে—অন্ধকারে বসে থাকা দর্শক তা টের পান না। এমনকী ঐকতান বাদকদেরও দেখা যায় না—তাঁরা বসে আছেন অর্কেস্ট্রা পিটের মধ্যে।

এক বিদেশির সৌজন্যে এই নতুন বিনোদন এল কলকাতায়। আমরা সেই কারণে ১৭৯৫ থেকে কাজ শুরু করেছি। আমরা একটা গবেষক-সম্প্রদায় গঠন করেছি যাঁরা বাংলা নাট্যকোষ পরিষদের তথ্যাদি নিয়ে এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে চলেছেন।

প্রধান সম্পাদক এবং গবেষক: কমল সাহা; সহযোগী গবেষক: অরিন্দম দাস, গৌতম সরকার, সংকল্প সেনগুপ্ত, সন্দীপ ঘোষ, সুভাষ বিশ্বাস। আমরা বিশেষ নীতি ও রীতি অনুসারে বিশ্বমানের একটি কোষগ্রন্থ-পাণ্ডুলিপি গড়তে পেরেছি। এই কাজ IFA-র পক্ষে রতন টাটা ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২,৬০,০০০ টাকা না পেলে কিছুতেই সম্পন্ন হত না। বাংলা সংস্কৃতি এবং দেশের জন্যে তাঁদের এই অবদান বিশেষ প্রশংসনীয়।

আমাদের এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ কাজ যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য এবং দুরূহ। প্রধান গবেষক কমল সাহা গত পঁচিশ বছর নিরলস নিষ্ঠায় যে পাণ্ডুলিপি ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন আমরা তা সংরক্ষণ করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুসরণ করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য, আগামী প্রজন্মের মানুষ যাতে এই কোষ তথ্যাদি থেকে বাংলা থিয়েটারের প্রকৃত চিত্র সংগ্রহ করে সমাজ ও জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক শুদ্ধিকরণ ও উন্নতির জন্যে থিয়েটার এক শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম বলেই সর্বজনস্বীকৃত। একই সঙ্গে বিপুল মানুষকে শুধু বিনোদন নয়, শিক্ষাও দেয় এই থিয়েটার। আর এইসব কর্মের ইতিহাস থেকে আমরা সংগ্রহ করি আরও উন্নত থিয়েটারের উপাদান। অতীতকে না জানলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অর্থহীন—তাই এই নাট্য গবেষণা সমাজ ও মানবকল্যাণের স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই ইতিহাস অবশ্যই হওয়া চাই নির্ভুল, নিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিতে সমৃদ্ধ এবং বিশ্বকোষ প্রকল্প অনুযায়ী। এখানে আবেগ বা মন্তব্য তত্ত্বকথা প্রচারের কোনো অবকাশ নেই। নেই ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা। তথ্যকে নির্ভুল করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসই এক আশ্চর্য রহস্য; না-থাকা তথ্য যে ক্ষতি করে, ভুল তথ্য তার দ্বিগুণ সর্বনাশ ঘটায়। আমরা তাই মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত তথ্যকেই মান্য করেছি, কোনো আলাপচরিতায় বিশ্বাস রাখিনি। এবং সর্বত্রই যথাস্থানে উৎস সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের প্রধান উৎস প্রতিদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নাট্যসংবাদ এবং সমালোচনা। আমাদের আবদেনপত্রে এ-ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে বলা আছে। আমরা সর্বদা পাঠক-গবেষকদের সহজ পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছি। প্রতিটি তথ্যই বর্ণানুক্রমিক এবং কাল নির্ণায়ক সংখ্যার উল্লেখে সংকলিত। এমনকী, খুব সহজভাবে বোঝা যাবে, কোন্‌টা মৌলিক, কোন্‌টা অনুবাদ, কোন্‌টা নাট্যরূপ।

উদাহরণস্বরূপ কোনো Entry-র সহজসন্ধান:

২ = ১৮৭২-৮৫ কালপর্ব, মৌলিক নাটক	০৩ = ১৮৮৬-১৯০০ কালপর্ব, অনুবাদ নাটক
৫ = ১৯১৬-৩০ কালপর্ব, মৌলিক নাটক	✓৭ = ১৯৪১-৫০ কালপর্ব, নাট্যরূপ
০১= ১৭৯৫-১৮৭১ কালপর্ব, অনুবাদ নাটক	✓৯ = ১৯৬১-৭০ কালপর্ব, নাট্যরূপ

এই ব্যবস্থার ফলে পাঠক খুব সহজেই তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন, পুরোটা পড়বার দরকার হবে না। বর্ণানুক্রমিক

কোষগ্রন্থে সূচিপত্র দেবার রীতি নেই সুতরাং কাল ও 'ধর্ম' নির্ণায়ক সংকেত থাকা বিশেষ জরুরি। প্রসঙ্গত, পাণ্ডুলিপির Layout আমরা Encyclopædia of Britanica এবং বানানের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমি অভিধান অনুসরণ করেছি।
নাট্যজনের জন্যে থিয়েটারের সর্বক্ষেত্রে অবদানের কথা মনে রেখে নির্দেশক, অভিনেতা, নাট্যকার, নেপথ্যশিল্পী, নাট্য সমালোচক, নাট্য সম্পাদক এমনকী স্মারক (Prompter)-বৃন্দকেও স্মরণ করা হয়েছে। এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন, পূর্ণাঙ্গ সৃজনপঞ্জি এবং অন্যান্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগে কোনো জীবিত নাট্যজনের স্থান নেই। সৃজনপঞ্জি বর্ণানুক্রমিক থাকার ফলে বিভিন্ন খণ্ডে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করতে সুবিধা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, সৃজনপঞ্জি আমাদের ১০ খণ্ড কোষগ্রন্থে ছড়ানো আছে এবং তা কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা; অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য থাকছেন প্রথম খণ্ডে মাত্র ১ পৃষ্ঠা জুড়ে। আমরা প্রায় প্রতি খণ্ডে ১০০ নাট্যজন অর্থাৎ ১০০০ নাট্যজনের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। এ-জন্যে খরচ করেছি ১০০০ পৃষ্ঠা। বর্ণানুক্রমিক ১০ খণ্ডের প্রতি খণ্ডে ১০০ নাট্যজন থাকছেন এইভাবে:

ক. বাঙালি নাট্যজন ৮০ খ. অবাঙালি নাট্যজন ১০ গ. বিদেশি নাট্যজন ১০

...

আমাদের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে নাটক। এই পর্বটি সবথেকে দীর্ঘ এবং জটিল। প্রথম পর্বে সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর সৃষ্টি অর্থাৎ নাটক। নাটকের নাম/মূল লেখক/মূল রচনার নাম/অনুবাদ-নাট্যরূপ-রূপান্তর/রচনা-প্রকাশ-প্রথম অভিনয়কাল/প্রকাশক-অভিনয় স্থল/প্রযোজক/নির্দেশক/ নেপথ্যশিল্পী/বর্ণানুক্রমিক অভিনয়শিল্পী ও বন্ধনীর মধ্যে চরিত্রনাম/নাট্যনির্যাস/নাট্যকার বা নির্দেশকের কথা/সমালোচনা ইত্যাদি।
প্রতিটি Entry-ই এই ক্রমানুসারে সংকলন করা হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ১০টি নাটকের তথ্য আছে। এ-জন্যে আমরা প্রতি খণ্ডে ২৫০ পৃষ্ঠা খরচ করেছি। অর্থাৎ ১০ খণ্ডে থাকছে ২৫০০০ নাটকের তথ্য। তৈরি হয়েছে ২৫০০ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পর্বে থাকছে প্রযোজক সংস্থা তথা নাট্যদলের পরিচয়। প্রতিটি নাট্যদলের নাম/প্রতিষ্ঠা তারিখ/ঠিকানা/নিবন্ধীকরণ সংখ্যা/প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক-কর্ণধার/বিশেষ ঘটনা/প্রযোজিত নাটকের বর্ণানুক্রমিক তালিকা এবং অভিনয়কালের উল্লেখ। ১০ খণ্ডে ছড়ানো প্রায় ৪০০০ নাট্যদলের বিবরণ। প্রতি খণ্ডে আনুমানিক ১০০ পৃষ্ঠা এ-জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহুরূপী বা নান্দীকার বা রঙ্গকর্মীর কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা তথ্য মিলবে। আরও একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের নাট্যদল বিভাগে সন্নিবেশিত দলগুলির আনুমানিক অবস্থান সংখ্যা নিম্নরূপ:

১. কলকাতা শহরের নাট্যদল ৮০০
২. গ্রাম বাংলার নাট্যদল ২০০০
৩. পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ ৫০০
৪. অন্যান্য প্রদেশের বাংলা নাট্যদল ৫০০

চতুর্থ পর্বে বিবিধ বিষয়। এই বিভাগটিও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে পরিপূর্ণ। সব মিলিয়ে সহস্র পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি। বিষয়সূচি এইরকম:

১. চলচ্চিত্রায়িত বাংলা নাটক
২. পরিভাষা এবং শব্দার্থ
৩. রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস
৪. থিয়েটারে বিশেষ ঘটনা
৫. থিয়েটার সংক্রান্ত গ্রন্থ পরিচয়
৬. থিয়েটার সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা
৭. ছদ্মনাম/ডাকনাম/অন্য নাম

সমস্ত তথ্যই বর্ণানুক্রমিক এবং ১০ খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রতি খণ্ডে ৮০ পৃষ্ঠা অর্থাৎ মোট ৮০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত। এর মধ্যে সবথেকে শিক্ষণীয় 'পরিভাষা এবং শব্দার্থ'। অসংখ্য অভিধান এবং কোষগ্রন্থ অবলম্বনে; বিশিষ্ট নাট্যতাত্ত্বিকবৃন্দের মতানুসারে; সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষণীয় শব্দ চয়নে থিয়েটারের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০০ শব্দের পরিভাষা ও সংক্ষিপ্ত তথ্য আছে।
বিশেষ ঘটনা বলতে রঙ্গমঞ্চে অগ্নিকাণ্ড, অকালমৃত্যু, দল ভাঙাভাঙি, পুরস্কার, প্রতিযোগিতা, নাট্যজনের চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র, মজার ঘটনা, চূড়ান্ত প্রাপ্তি ইত্যাদি। চলচ্চিত্র-নাট্যপত্র-নাট্যপত্রের সন্ধানও তাৎপর্যপূর্ণ। বেশ আনন্দ মিলবে বিশিষ্টজনের ছদ্মনাম বা অন্য নামের উচ্চারণে। এই বিভাগটি বিচিত্র রসের সমাহারে সমৃদ্ধ।

পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি আমরা নির্মাণ করেছি ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ—যা এই গবেষণা প্রকল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন দুর্লভ সূত্রে সংগৃহীত ছবি আমরা ১০ ভাগে সঞ্চয় করেছি:

বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ
Bangla Natyakosh Parisad
a charitable trust

১. প্রতিকৃতি ২. প্রযোজনা ৩. ব্যঙ্গচিত্র ৪. বিশেষ ঘটনা ৫. প্রচ্ছদপট
৬. দলের প্রতীক ৭. নাটকের অক্ষরবিন্যাস ৮. উদ্বোধনী বিজ্ঞাপন ৯. রঙ্গমঞ্চ ১০. দুষ্প্রাপ্য দলিল

আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিতব্য নাট্যকোষ গ্রন্থে এইসব তথ্যচিত্র ও প্রমাণপত্র জুড়ে দিতে পারলে কোষগ্রন্থ হয়ে উঠবে আরও সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষায় এ-রকম গ্রন্থ এখনও চোখে পড়েনি। আমরা গত এক বছরে অসংখ্য 'প্রমাণ' সংগ্রহ করেছি।

২.

এই কাজ করতে গিয়ে কায়িক পরিশ্রম, মানসিক আনন্দ যেমন হয়েছে--অসুবিধেও কম হয়নি। বাংলার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বাঙালি ইতিহাস বিস্মৃতজাতি--এ-সত্য আজও প্রযোজ্য। আমরা বিভিন্ন নাট্যপত্রে তথ্য চেয়ে আবেদন, নিবেদন, বিজ্ঞাপন দিয়েছি--সংশ্লিষ্ট নাট্যদল এবং নাট্যজন সাড়া দেননি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত ১০০ নাট্যদলকে বিশেষ আবেদনপত্র পাঠিয়েছি--উত্তর দিয়েছেন জনা তিনেক! থিয়েটারের ব্যাপারে সবচেয়ে কম জানেন থিয়েটারের মানুষজন কথাটা খুবই তিক্ত কিন্তু যদি বলি, কম জানতে চান--সেটা মিথ্যে নয়। আমাদের কোষগ্রন্থে যদি কোনো তথ্য ভুল থাকে তাহলে তার সব দোষ এবং দায়দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের। কিন্তু থিয়েটার বিষয়ক গবেষণায় থিয়েটারের মানুষজন এত নীরব থাকছেন কেন? কেন এতটা উদাসীনতা? বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপ আজও অমলিন!

আমাদের আবেদনপত্রের সঙ্গে তথ্য একটা পাঠানোর বয়ান বা ফরম্যাটও পাঠানো হয়। কোনো কোনো দল জানিয়েছেন: 'এভাবে তথ্য দেওয়ার মতো সময় আমাদের নেই! তাছাড়া আমরা কাজ করি, কাজের হিসেব রাখি না! সব তথ্য জানিও না!' একজন মানুষ বা একটা দল শুধু তাঁর নিজের তথ্যটুকু যদি, না দিতে পারেন তাহলে সব দলের নির্ভুল তথ্য আমাদের পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব? তথ্যের অসম্পূর্ণতা কিংবা বিশুদ্ধতা নিয়ে এরপরও কি তাঁদের প্রশ্ন তোলার অধিকার থাকে? এত ইতিহাস অচেতন হবার পরও কি নাট্যকর্ম অব্যাহত রাখার যোগ্যতা এঁদের আছে?

এই আক্ষেপ-অনুতাপ-অনুশোচনা বা অভিমান-অভিযোগ কোনো কাজের কথা নয়। ঘটনা এই যে, রিয়ালিটি বোঝে শতকরা পঞ্চাশজন, ডিপার রিয়ালিটি বোঝেন মুষ্টিমেয় মানুষ তাঁরা! এবং তিনি বুদ্ধিহীন, অবাস্তবতার শিকার, ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে উন্মাদ।

সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যেতে হয়। দেশ এবং সমাজকে গভীর ভালোবাসতে না পারলে এসব কাজ করা যায় না। এবং এসব কাজ সম্পূর্ণও করা যায় না একটাই জীবনে! আর তাই বহু লোকের নীরব অবদানে সংস্কৃতির ইতিহাস গড়ে ওঠে। ধ্রুব সত্য এই যে, কোনো একলা মানুষ ইতিহাস লেখে না, ইতিহাস লেখা হয়ে যায়। সভ্যতার বিবর্তন এভাবেই ঘটে চলেছে।

আমরাও বাধা পেয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, লাঞ্ছিত হয়েছি। সামান্য অসতর্কতার কারণে অসামান্য তিরস্কার জুটেছে। যাঁরা আমাদের কাজটাকে কোনোভাবেই সহযোগিতা করেননি তাঁরাই আক্রমণ করেছেন সব থেকে বেশি! এবং এইসব প্রতিক্রিয়ায় আমরা বুঝতে শিখেছি: কাজটার অসীম গুরুত্ব আছে। অর্জন করেছি আরও দৃঢ়তা এবং মানসিক শক্তি। তুচ্ছ ব্যাপারে কেউ সরব হয় না, নিষ্ফলতার আক্রোশ সর্বদাই অহংকারীর আস্ফালনরূপে গণ্য করা শ্রেয়। তাই এই নাট্যকোষ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকর্ম চলছে চলবে--নিজস্ব ক্ষমতাবলেই প্রকাশ পাবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতের মানুষ এর মর্ম বুঝবে এবং উপকৃত হবে।

আমাদের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি বলে একটা সরকারি সংস্থা আছে। সেখানে রয়েছেন বাংলার প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট নাট্যজন। সেইসব বিশিষ্ট নাট্যজনের প্রায় সকলেই আমাদের এই কোষগ্রন্থ প্রকল্পের ব্যাপারে জ্ঞাত আছেন। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে এই প্রকল্পের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে সমষ্টির উন্নতি সম্ভব নয়--এইরকম ভ্রান্ত ধারণার বশে এই নীরবতা। তবু আমাদের আশা, অদূর ভবিষ্যতে আমরাও আকাদেমির সহযোগিতা লাভ করব।

আমরা ইতিমধ্যে 'বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ' সংস্থা গঠন করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে (2nd Phase) বাংলা নাট্যকোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে গড়ে উঠবে ইন্টারনেট আর্কাইভ। আর্থিক সহায়তা ছাড়া যা সম্ভব হবে না।

আমরা এই চোদ্দো মাসে যে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছি তার ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। বেশ কিছু নাট্য গবেষক আমাদের তথ্য নিয়ে গবেষণায় মগ্ন আছেন। কমপক্ষে পাঁচটি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখা হচ্ছে এই তথ্য নিয়েই। আমরা বেশ কিছু গ্রন্থের তথ্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে চলেছি।

এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ প্রকল্পের পর্যবেক্ষক বিশিষ্ট নাট্যজন বিভাস চক্রবর্তী। আমাদের কাজের ব্যাপারে তিনি তাঁর মতামত দেবেন--আমরা শুধু কাজ করে যাব।

কমল সাহা
৩০-০৭-২০০৮

কমল ৩০/০৭
সাহা ২০০৮